শেখ সা'দীর গুলিস্তান থেকে

শেখ সা'দী ইতিহাসের এক উজ্জল নক্ষত্র। জ্ঞান, বুদ্ধি, বিচক্ষনতা ও সাহসীকতার জন্য তিনি বিশ্ব-খ্যাত। তাঁর লিখা গল্প, উপদেশ এক সময় আমাদের দেশের স্কুল, কলেজ ও মাদ্‌রাসাহ সমূহে গুরুত্ব সহকারে পড়ানো হত। শেখ সা'দীর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ গুলিস্তান থেকে কয়েকটি উপদেশ তোমাদের জন্য পেশ করা হল।

উপদেশ নং ১ ঃ- দুশমনের কথা মেনে নেয়া ভূল। তবে শুনে রাখা ভাল। এর বিপরিত কাজ করা বুদ্ধিমানের কাজ। দুশমন সোজা পথ দেখালেও মনে করবে: এতে ফাদ পাতা আছে। তাই এ পথ পরিহার করে অন্য পথ ধরবে। কবি বলেছেনঃ-

দুশমন যদি দেখায় তোমায় তীরের মত পথ সোজা
অন্য পথে চলতে হবে সদা মনে রাখবে তা ।।

উপদেশ নং ২ ঃ- বিষ বৃক্ষ, পাপাচার বা কোন অকল্যান মাথা তুললে সূচনাতেই কেটে ফেলতে হয়। অবহেলা করলে আয়ত্বের বাহিরে চলে যায়। আর নিয়ন্ত্রন করা যায়না। কবি বলেছেনঃ-

সূচনাতে নিভাও আগুন নিভাতেই যদি হয়,
মনে রেখ! বাড়লে আগুন ছড়িয়ে যাবে বিশ্বময় ।।

উপদেশ নং ৩ ঃ- যে ব্যক্তি হেলায় খেলায় জীবন কাটিয়ে দিল। আখেরাতের জন্য কিছুই করলনা। সে ওই ব্যক্তির মত, যে বাজারে গিয়ে টাকা পয়সা সব জালিয়ে দিল। কিছুই খরিদ করলনা। কবি বলেছেনঃ-

জীবন ভরে করল যেজন শুধুই বাজিমাত
আখেরাতের তরে তাহার কেবল শুন্য-হাত
ওই ব্যক্তির মত কেহ না হয় যেন ভাই
টাকা-পয়সা জ্বালিয়ে দিল কিছুই কিনে নাই ।।

উপদেশ নং ৪ ঃ- এক বিজ্ঞ জনকে লোকেরা জিজ্ঞেস করল: সুখী মানুষ কে? আর আহম্মক কে? বললেন: যে তার সম্পদ ভোগ করল আর পরকালের জন্য বপন করে গেল সে সুখী। আর যে জমা করে মরে গেল সে আহম্মক। কবি বলেছেনঃ-

খাইল যেজন, করল বপন ভাবিষ্যতের পূঁজি
সূখী মানুষ বলতে মোরা এমন লোকই বুঝি।
খাইলনা যে, করলনা ভোগ হঠাৎ গেল মরে
লাগল না তার কাজে কিছু আহম্মক বলি তারে ।।

উপদেশ নং ৫ ঃ- যে কথা গোপন রাখতে চাও, কারো কাছে বলনা। কারন তুমি যার কাছে বলবে তারো বন্ধু আছে। কবি বলেছেনঃ-

কারো কাছে বলবেনা ভাই রাখতে চাইবে গোপন যা
সব মানুষের বন্ধু আছে সদা মনে রাখবে তা ।।